APR 1 1 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি : এ বছর থেকেই গ্রেডিং পদ্ধতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

চলতি বছরের এসএসসি এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রচলিত পাস-ফেল, মেধাতালিকা, বিভাগ ও নম্বরপত্র বিলুপ্ত হবে। নম্বরপত্রের পরিবর্তে দেয়া হবে মূল্যায়ন পত্র। সেখানে বিষয়ভিত্তিক নম্বরের পরিবর্তে প্রাপ্ত গ্রেড এবং বিভাগের পরিবর্তে 'গ্রেড পয়েন্টের গড়' উল্লেখ থাকবে।

গতকাল ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় চেয়ারম্যান মোঃ শরিফউল্লাহ গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। এতে নগরীর ১৭টি স্কুল-কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি অংশ নেন। সম্প্রতি গ্রেডিং পদ্ধতি চালু সম্পর্কিত জারিকৃত সরকারি প্রজ্ঞাপনের অস্পষ্টতা দূর করতে এ সভার আয়োজন করা হয়। মূল্যায়নপত্রে প্রতিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড দেয়া হবে। ৮০ বা তদূর্ধ্ব ১০০ পর্যন্ত নম্বরের জন্য A+, ৬০ থেকে ৭৯ নম্বরে A, ৫১ থেকে ৫৯ পর্যন্ত B, ৪১ থেকে ৫০ পর্যন্ত C, ৩৩ থেকে ৪০ পর্যন্ত D এবং এর নিচে অর্থাৎ শূন্য থেকে ৩২ পর্যন্ত F গ্রেড। প্রতিটি গ্রেডের জন্য পয়েন্ট নির্ধারিত রয়েছে। A+এ ৫, A-তে ৪, B-এ ৩, C-এ ২, D-এ ১ এবং F-এ শূন্য। প্রতিটি বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেডের পয়েন্ট যোগ করে মোট বিষয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 'গ্রেড পয়েন্টের গড়' নির্ধারিত হবে। পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে F গ্রেড না পেলে তাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এক বিষয়ে F পেলে কিন্তু গ্রেড পয়েন্টের গড় ১.৫ কিংবা এর বেশি হলে সে উচ্চতর শ্রেণীতে সাময়িকভাবে ভর্তি হতে পারবে তবে পরবর্তী বছর ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে ন্যূনতম D গ্রেড গ্রেড পয়েন্ট ১.০ পেলে তবেই তার ভর্তি বহাল থাকবে। এভা বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের ১ বছর রক্ষা পাবে। আব এসএসসিতে ন্যূনতম ৪টি বিষয়ে ও এইচএসসিতে ন্যূনতম ৩ বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা অর্থাৎ D বা তদূর্ধ্ব গ্রেডপ্রাপ্তরা অনুত্তী বিষয়ে মানোন্নয়ন দিতে পারবে। ফলাফল পূর্বের তুলনায় ভা হলে অতিরিক্ত গ্রেড প্রদান করে গ্রেড পয়েন্টের গড় নির্ধারণ কর হবে। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলেও বিষয়ের পৃথক অংশে (তত্ত্বী নৈর্ব্যক্তিক, ব্যবহারিক ও রচনামূলক) প্রচলিত নিয়মে উত্তীর্ণ হলে তাকে ওই বিষয়ে অনুত্তীর্ণ রাখা হবে।

গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করায় চতুর্থ বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে চতুর্থ বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেড মূল্যায়নপত্রে উল্লেখ থাকলেও গ্রে পয়েন্টের গড় করার সময় ওই গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না এর ফলে শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বিষয় বাছাই-এ উৎসাহ হারাবে। চতু বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের নির্ধারিত অংশ বাদ দিয়ে মূল নম্বরের সঙ্গে যোগ করার পদ্ধতি গ্রেডিং পদ্ধতিতে সমন্বয়ের জটিলতা এড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে উচ্চতর শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে পঠিত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে চতুর্থ বিষয় পড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা, মুহম্মদ সাহাদত হুসাইন রানা অধ্যক্ষ আসাদুল হক, গ্রেডিং : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

গ্রেডিং : পদ্ধতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর) মোঃ মিজ রহমান, মোঃ নূরুল আনোয়ার, হাবিবুল্লাহ খান, হাসান ওয়াজেদ, আব মজিদ, কাজী আহমাদুল্লাহ, সুখেন্দ্র সরকার, ইন্দ্রজিৎ দত্ত, আনিসুর রহ মোঃ আবদুল হাই প্রমুখ।